দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 24 AUG 2007
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩

উপজেলা পর্যায়ে ৩২৬ মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান বৃদ্ধি করতে দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে সরকারী তত্ত্বাবধায়নে ৩শ'২৬টি 'মাধ্যমিক মডেল বিদ্যালয়' করা হচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে তিন বছরের মধ্যে এসব মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রথম বছরে আশিটি মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রমতে, দেশের যে ৩শ'২৬ উপজেলায় কোন সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল উপজেলার বেসরকারী স্কুল থেকে একটি স্কুল নির্বাচন করে মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঘোষণা করে সরকারী বিদ্যালয়ের আদলে পরিচালনা করা হবে।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, এসব মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করে ভালভাবে পড়াশোনা হলে এর ইতিবাচক প্রভাব উপজেলার অনন্য বেসরকারী স্কুলগুলোতেও পড়বে। সেখানেও প্রতিযোগিতার ঢেউ লাগবে। ফলে পড়াশোনাও ভাল হবে।

সরকারের দায়িত্বশীল মহল পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে, আগে গ্রামাঞ্চলে পড়াশোনার মান ছিল খুবই ভাল। মেধাবীদের বেশির ভাগই আসত গ্রামাঞ্চল কিংবা মফস্বল শহরের স্কুলগুলো থেকে। এসএসসি কিংবা এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় মেধার বিস্ফোরণ তথা ভাল ফল হতো গ্রামাঞ্চল ও মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই। কিন্তু বিগত বেশ কয়েক বছর থেকে এই চিত্র পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পড়াশোনা এখন হয়ে গেছে শহরকেন্দ্রীক। ভাল ফল শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলের টাকা পয়সা ওয়ালা অভিভাবকরাও এখন তাঁদের সন্তানদের শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি করাচ্ছেন। গ্রামাঞ্চল ও মফস্বল শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল শিক্ষক, দলীয়করণ থেকে শুরু করে নানা কারণে পড়াশোনাও দিন দিন খারাপ হতে থাকে। অন্যদিকে শহরের ছাত্রছাত্রীরা ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভাল শিক্ষক যেমন পাচ্ছেন তেমনি প্রাইভেট-কোচিংয়ের কারণেও পড়াশোনায় এগিয়ে থাকছে। এতে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা রেজাল্টের দিক থেকে শহরের শিক্ষার্থীদের চেয়ে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চল কিংবা মফস্বলের যেসব স্কুল সরকারী সেখানে আবার তুলনামূলক ভাল ফল হচ্ছে। উপরন্তু আর্থিক দিক থেকে শুরু করে অবকাঠামোসহ নানা সমস্যায় গ্রামাঞ্চলের বেসরকারী স্কুলগুলোতে পড়াশোনা খারাপ হচ্ছে। এতে ফল খারাপ হচ্ছে। সরকার এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে গ্রামাঞ্চল ও মফস্বল শহরের পড়াশোনার মান বৃদ্ধির জন্য যেসব উপজেলায় সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সেসব উপজেলায় মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্রগুলো বলেছে মূলত প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের ইচ্ছাতেই এটি হচ্ছে। তিনিই সরাসরি এ বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করে তাঁর কাছে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমে দু'টি প্রস্তাব তৈরি করে। এর মধ্যে একটি হলো নতুন করে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। আরেকটি প্রস্তাব হলো যেসব উপজেলায় সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই, সেখান থেকে একটি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করে সেটিকে অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার করে সরকারের তত্ত্বাবধায়নে মডেল স্কুল ঘোষণা করে পরিচালনা করা। সূত্রগুলো বলেছে, নতুন করে স্কুল স্থাপন করে এটি করতে গেলে যেমন ব্যয় সাপেক্ষ, তেমনি সময়ও লাগবে অনেক বেশি। তাই সরকার উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারী একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করে মডেল স্কুল স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ৩শ'২৬টি মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে পর্যায়ক্রমে তিন বছরে। এর মধ্যে প্রথম বছর ২৫ ভাগ, দ্বিতীয় বছরে ৪৫ ভাগ এবং শেষ বছরে (তৃতীয় বছরে) বাকি ৩০ ভাগ মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বর্তমানে দেশে ৩শ'২৬ উপজেলায় কোন সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। এসব উপজেলাতেই একটি করে সরকারী বিদ্যালয়ের আদলে মডেল বিদ্যালয় করা হবে। এ নিয়ে গত ১২ আগস্ট ও ১৬ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'টি সভাও করেছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রথম বছর লটারির মাধ্যমে উল্লিখিত ৩শ' ২৬টি উপজেলার মধ্যে ২৫ ভাগ অর্থাৎ আশিটি মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে তিন বছরে করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা স্বীকার করেছেন।